ওঁ

গীতাসার

অর্থাৎ

বৈদিক ভাবে গীতার ব্যাখ্যা

শ্রীবলাইচাঁদ মল্লিক দ্বারা প্রণীত

ও প্রকাশিত।

"যজ্ঞগৃহ" ৪৫ নং বিডন ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

ভোলানাথ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে

শ্রীসূর্য্যকুমার মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

৪০ নং কৈলাশ বোস ষ্ট্রীট্‌

সন ১৩৩৬ সাল।

ভূমিকা

ং ভাগবত, সমগ্রভাবে স্থূল-সূক্ষ্ম ও কারণ এবং তুরী
রূপী, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করিয়াছেন। স্থূলভাব
ক্ষে প্রথম চিন্তনীয়।

ায়ুরগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ, জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্
মুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং,যৎ কিঞ্চভূতং প্রণমেদনন্যঃ।৪১।
শ্রীমদ্ভাগবত।

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, সলিল, পৃথিবী, জ্যোতিষ্ক পদার্থ স
ং নক্ষত্র (সূর্য্য) গ্রহ, চন্দ্র সকল ; প্রাণীগণ দিকসকল, বৃক্ষ
নদীগণ, সমুদ্র সকল এবং অন্য যাহা কিছু সমস্তই ভগবান শ্রীহ
শরীর ; এই সকলকে তাঁহা হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রণাম করিবে।

ভগবানের এই স্থূল ভাব আয়ত্ব হইলে তাঁহার সূক্ষ্ম স্বরূপ
অভ্যাস করিবে। "শ্রুত্বা যথা স্থূল-সূক্ষ্ম রূপং ভগবতো যতিঃ। স্থূলে
নির্জিতমাত্মানং শনৈঃ সূক্ষ্মং ধিয়া নয়েৎ" ।৩৯।২৬।৫ স্কন্ধ। সাধ
ভগবানের স্থূল ও সূক্ষ্মরূপের বিষয় শ্রবণ পূর্ব্বক প্রথমতঃ স্থূলরূপে
চিন্তা দ্বারা মনকে বশীভূত করিয়া, পরে বুদ্ধির দ্বারা মনকে ক্রমে
ক্রমে সূক্ষ্মরূপে স্থাপন করিবে। সাবিত্রী মন্ত্রের তিন মহাব্যাহৃতি ব
সপ্তব্যাহৃতিকে ভিত্তি করিয়াছি, এবং ইহাই গীতার সার বলিয়া
"গীতাসার" নাম দিয়াছি। ইহাই সাধনার ক্রম। বেদাদি শাস্ত্রে
এইরূপ ক্রমই প্রদর্শিত হইয়াছে। অধুনাকালে এই ক্রমের বিপরীত
সাধনা প্রবর্ত্তিত হইয়া অনেকেরই অশান্তির কারণ হইয়াছে।
সেইজন্য শাস্ত্রোক্ত ক্রম "অ" বিশ্ব স্থূল ; "উ" তৈজস সূক্ষ্ম ; "ম"
কারণ প্রাজ্ঞ এবং অমাত্র তুরীয়, এই প্রণব রূপী ভগবানের তত্ত্ব
বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পাঠকগণের এ বিষয়ে চিন্তার
ধারা কিঞ্চিৎ প্রবাহিত হইলে, কৃতার্থ মনে করিব প্রকাশক।

ওঁ গীতাসার।

গীতা সার্ব্বভৌমিক গ্রন্থ। পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় সভ্য জাতিই ইহার সমাদর করিয়া থাকেন; এমন কি সুদূর মার্কিন দেশীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ইমারসন্ Emerson তাঁহার চিন্তাশীলতা পাণ্ডিত্যের উৎস এই গীতা হইতেই পাইয়াছেন বলিয়া সভ্য জগতে সম্প্রতি প্রচারিত হইয়াছে। পৃথিবীর বিখ্যাত প্রায় সকল প্রধান ভাষায় গীতা অনুবাদিত হইয়াছে। ইহাতেই গীতার মহিমা যে লোকে অনুভব করিতেছে তাহা জানা যাইতেছে। সাতশত শ্লোক মধ্যে সাধনার সর্ব্বাঙ্গীন আভাস এরূপ ভাবে গীতায় গ্রথিত আছে, যে ভারতবর্ষের মধ্যে অদ্বৈত, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত শুদ্ধাদ্বৈত, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর প্রভৃতি সকলেই এই ক্ষুদ্র গীতা মধ্যে তাঁহাদের মতবাদের ও সাধনার সর্ব্ববিধ আভাস পাইয়া থাকেন এবং সেই জন্য ইহাকে সমাদর করেন। খৃষ্টান ও বৌদ্ধ সমাজে এবং অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়গণ ইহাকে আপনাদের ধর্ম্মগ্রন্থ মনে করিয়া নিত্য পাঠ করিয়া থাকেন। হিন্দুর ষড় দর্শনের মীমাংসা ও গীতা গ্রন্থ। বেদের পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসা ইহাতেই মীমাংসিত হইয়াছে। "জীব, জগৎ, ব্রহ্ম" এবং জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তিযোগ (উপাসনা) সকলের মীমাংসা এই গীতা গ্রন্থে। শ্রীমদ্ভাগবত এবং সপ্তশতী চণ্ডীর ন্যায় পৌরাণিক ভাবের আধিক্য থাকিলেও গীতা প্রণবের ব্যাখ্যা মাত্র।

অর্দ্ধমাত্রাক্ষরা নিত্যা সানির্ব্বাচ্যা পদাত্মিকা।
চিদানন্দেন কৃষ্ণেন প্রোক্তা স্বমুখতোঽর্জ্জুনম্॥
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থ জ্ঞান সংযুতা।

মাত্রা, বিনাশ রহিতা অবর্ণনীয়া পদাত্মিকা, চিদানন্দ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ নিজের মুখে অর্জ্জুনকে এই পরানন্দা, তত্ত্বার্থ জ্ঞান-সংযুক্তা বেদত্রয়ী উপদেশ দিয়াছিলেন। সম্প্রতি বালীদ্বীপে ... শ্লোকে মূল প্রাচীন গীতা বাহির হইয়াছে, তাহাতে গীতার ... কথা সমস্তই আছে।

সকল পুরাণাদি শাস্ত্রের মূল বেদ, বেদের সার গায়ত্রী, গায়ত্রীর সার প্রণব। সেই প্রণবের ব্যাখ্যাই গীতা। গীতায় সেই প্রণবের অর্দ্ধমাত্রাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

গীতার ধ্যানে উক্ত হইয়াছে যে গীতা অদ্বৈতরূপ অমৃত বর্ষণ কারিণী এবং পুনর্জ্জন্ম বিনাশ কারিণী। উৎপত্তি বা জন্ম নিবারিণী এবং অমৃত স্বরূপ লাভ করাই জীবের মুখ্য উদ্দেশ্য। গীতাই সেই উদ্দেশ্য সাধন করিয়া দেন, এই জন্যই গীতার এত মাহাত্ম্য। গীতার উপদেশ নিত্য। ভগবান নিত্য। অর্জুন ও নিত্য। গীতার উপদেশ প্রণবের ব্যাখ্যা! শ্রীকৃষ্ণ প্রণবস্বরূপ। প্রণব তিন বা সপ্ত ব্যাহৃতির সহিত সদা সংযুক্ত। সেই বরণীয় ভর্গের বা জ্যোতির ধ্যানই গীতার ধ্যান। সেই ধ্যানই ব্রহ্ম প্রাপ্তির এক মাত্র উপায়! ভগবান মনু বলিয়াছেন।

ওঙ্কার পূর্ব্বিকা স্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ।
ত্রিপদাচৈব গায়ত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখং।৮১।২।

প্রণব পূর্ব্বিকা অব্যয় এই তিন মহাব্যাহৃতি এবং ত্রিপদা গায়ত্রী ব্রহ্ম প্রাপ্তির এক মাত্র উপায় বলিয়া জানিবে অর্থাৎ পরমার্থ লাভ করিবার এক মাত্র পথ।

এই ত্রিপদা ভূর্ভুবঃ স্বঃ, স্থূল সূক্ষ্ম কারণ অতিক্রম করিয়া অর্দ্ধ মাত্রায় প্রবেশই গীতার জ্ঞান লাভ। তাহা হইলে গীতা আর কিছুই নহে প্রণব তত্ত্ব! প্রণবের প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণ বা ব্রহ্ম। ব্রহ্ম

(

আবার পর ও অপর ভাবে প্রণবেরও ন্যায় দ্বিবিধ। তাঁহার নিত্য ধামই দিব্য পরব্রহ্ম ধাম। পর তুরীয় স্বরূপ। আর এই ত্রিগুণময় অনিত্য ধাম অপর ব্রহ্ম। এই অপর ব্রহ্ম সান্ত এক ...ের জগতে পৃথিবী বা অগ্নি, চন্দ্রমা ও সূর্য্য; আবার অনন্ত ...াকে পৃথিবী বা অগ্নি, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক। পৃথিবী বা ... পঞ্চভূতের সমষ্টি। পঞ্চভূত আবার পঞ্চ পাণ্ডব স্থানীয়। মধ্যম বা তৃতীয় ভূত অগ্নি। পাণ্ডব গণের তৃতীয় ভ্রাতা অর্জ্জুন। এই অর্জ্জুনই অগ্নি স্বরূপ ব্রহ্মের জীব রূপ স্ফুলিঙ্গ।

এই স্ফুলিঙ্গ রূপ জীবকে পরমাত্মা রূপী শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিতেছেন। ইহাই নিত্য গীতা। এই গীতার কোন কালে ধ্বংস নাই। শ্রীকৃষ্ণের সখা ও সেবক সেই উপদেশ অনুসারে চলিয়া কৃত কৃত্য হইয়াছেন। নিত্য নৈমিত্তিক বৈদিক ধর্ম্ম (কর্ম্ম) পঞ্চ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানই সেই কৃত কৃত্য হইবার শ্রেষ্ঠ উপায়।

সমর ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিবার জন্য উপদেশ তিনি বার বার দিয়া গিয়াছেন। তাহা শারীরিক ও মানসিক। উভয় বিধ যুদ্ধই বিধেয়। প্রত্যেক মনুষ্যই এই উভয়বিধ যুদ্ধই অহর্নিশি করিতেছেন। ইহাই দেবাসুর সংগ্রাম। এই দেবাসুর সংগ্রাম স্থলই কুরুক্ষেত্র। "ত্রিভুবন মধ্যে যেরূপ কুরুক্ষেত্রই বিশিষ্ট। সেইরূপ এক আকাশই সর্ব্বজীবের প্রধান আশ্রয় স্থান। ছান্দোগ্যোপনিষদ্। তৃতীয় প্রপাঠক। দ্বাদশ খণ্ড ৮ শাংকর ভাষ্য। অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবী। আলোকই দেবতা ও অন্ধকারই অসুর। এই দেবাসুর সংগ্রামের কথা প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থে ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়। বেদে সূর্য্য দেবতা এবং চন্দ্রমা অসুর নামে অভিহিত। বৈদিক পণ্ডিত, সাতবলেকার ও শিবশংকর কাব্যতীর্থ প্রভৃতি পণ্ডিতগণও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অন্যান্য ধর্ম্ম গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময় জগতেই দেবাসুরের যুদ্ধ অনবরত চলিতেছে।

আকাশই পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাবস্থা, দ্যোতনাত্মক জোতির্ম্ময় অবস্থা। ইহা প্রায় সর্ব্ব শাস্ত্রের মর্ম্ম। আকাশের গুণ শব্দ; তাহা হইতে সূক্ষ্ম জ্যোতির উৎপত্তি।

পাণ্ডু বা ধৃতরাষ্ট্র জননী সম্বন্ধে বেদাদি শাস্ত্রে কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিলে অর্থ পরিস্ফুট হইবে।

শুক্ল যজুর্ব্বেদে আশ্বমেধিকাহুতিমন্ত্রে আছে (২৩ অধ্যায়) "প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা ব্যানায় স্বাহা। অম্বে অম্বিকে অম্বালিকে ন মা নয়তি কশ্চন। সসস্ত্যশ্বকঃ সুভদ্রিকাং কাম্পীল বাসিনীম্"। "মহীধর" "উবট" বলেন প্রাণায় অপানায়, ব্যানায় আভিরাহুতিভিরশ্বং প্রাণবন্তং করোতি। পত্নঃ পরস্পরং বদন্তি "হে অম্বে হে অম্বিকে, হে অম্বালিকে, নামান্যেতানি। কশ্চন নরো মাং ন নয়তি অশ্বং প্রতি ন প্রাপয়তি। অশ্বকঃ কুৎসিতোঽশ্বঃ অশ্বকঃ। সুভদ্রিকাং কুৎসিতা সুভদ্রা সুভদ্রিকা। কাম্পীল নগরে হি সুভগা সুরূপা বিদগ্ধ বিনীতাশ্চ স্ত্রিয়ো ভবন্তি॥

পাণিনিতে এই বিষয়ে একটা সূত্র আছে :—৬।১।১১৮।

"আপো-জুষাণো বৃষ্ণো বর্ষিষ্ঠেঽম্বেঽম্বালেঽম্বালিকে পূর্ব্বে॥

অম্বতি শীঘ্রং গচ্ছতি নক্ষত্র স্থান পর্য্যন্তম্ (বাচস্পত্যং)

বেদজ্ঞ পণ্ডিত দয়ানন্দ স্বামী এই মন্ত্রের অর্থ বলেন হে মনুষ্য যেরূপ মাতা, পিতামহী প্রপিতামহী আপন আপন সন্তান সকলকে উত্তম শিক্ষা প্রদান করেন, সেইরূপ তোমরাও আপন সন্তানদিগকে শিক্ষা দান করা উচিত। অর্থের স্বভাবই এইরূপ যে, যেস্থানে অর্থ রাশি একত্রে বহুপরিমাণে সঞ্চিত হয়, তথায়

ধনীগণ প্রায় অলস নিদ্রালু ও কর্ম্মহীন হইয়া থাকে কিন্তু এই ধন প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যের পুরুষার্থ সাধন করা আবশ্যক। অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকা, মাতা পিতামহী প্রতিতামহী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাণ, অপান, ব্যান=প্রাণের পোষণ, সত্যবাণী ও দুঃখ দূর করা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

গীতাতত্ত্ব জানিতে হইলে কৌরব ও পাণ্ডবতত্ত্বও জানিতে হইবে। পাণ্ডব দৈব এবং কৌরব আসুর সম্পদ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কৌরবেরা অসুরের ন্যায় সর্ব্বগ্রাস করিতে চাহে। চন্দ্রমাশক্তি মনই তাহার কারণ। চন্দ্রমার এক নাম সেইজন্য অসুর। মহাভারতে প্রথমেই উক্ত হইয়াছে।

দুর্য্যোধন ক্রোধময় মহাবৃক্ষ, কর্ণ তাহার স্কন্ধ, শকুনি শাখা স্বরূপ, দুঃশাসন ফল ও পুষ্প, অমনস্বী, রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ, অর্জ্জুন স্কন্ধ, ভীমসেন তাহার শাখা, মাদ্রীসুত নকুল সহদেব তাহার পুষ্প ও ফল এবং কৃষ্ণ ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণগণ তাহার মূল।

এই মূল বিষয় লইয়া ভারতযুদ্ধ বা দেবাসুর সংগ্রাম। দেব= সূর্য্য; অসুর=চন্দ্রমা। এই উভয়ের দ্বন্দ ভাবই সংগ্রাম। দ্যাবা পৃথিবী অন্তরিক্ষ সংগ্রাম স্থান। গীতার প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়েই পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকের কথা উল্লেখ আছে। এবং গীতায় অনেকস্থলে কায় মন ও বাক্য দ্বারা সাধন করিতে হইবে, ইহাও বিশেষ উল্লেখ আছে। পঞ্চভূতময় পৃথিবী কায় স্থান, তাহার কেন্দ্র শরীরের মধ্যে নাভি। চন্দ্রমা মনসো জাতঃ=মন স্থান, তাহার কেন্দ্র ভ্রূমধ্য। এবং "আদিত্য হবৈ প্রাণঃ"। অর্থাৎ প্রাণ বা বাক্‌রূপী আদিত্যই বাক্—তাহার কেন্দ্র হৃদয় বা মস্তিষ্ক। এই তিন বস্তু এবং আমাদের শরীরের মধ্যে এই তিনের কেন্দ্রের সহিত

যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এবং তাহা দ্বারাই যে আমাদের সাধন করিতে হইবে ইহাই গীতাশাস্ত্রের বিশেষ উপদেশ।

এই দেবাসুর সংগ্রামই কুরুক্ষেত্র সমর। পাণ্ডবগণ দেবভাবাপন্ন। পাণ্ডু বুদ্ধিস্থানীয়। পাঞ্চালী কৃষ্ণাও দেবযজ্ঞ হইতে সমুদ্ভূতা স্থির যৌবনা=দেবরাজ ইন্দ্রের পঞ্চবিধ শক্তি হইতে জাত দেব কুমার পঞ্চকে বিবাহ করেন।

যুধিষ্ঠির (যুদ্ধে আকাশের ন্যায় স্থির) ভীম পবননন্দন। অগ্নির জন্য খাণ্ডব বন দাহনকারী অর্জ্জুন। নকুল যাহার কুল অর্থাৎ শেষ নাই সেই সমুদ্রবৎ আপস্তত্ত্ব এবং সহদেব সহনশীল দেব পৃথিবী। এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক দেবতত্ত্বের সহিত যাজ্ঞসেনীর বিবাহ হয়।

দেবভাবের সহিত ভগবানের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। তাঁহার উপর নির্ভর করিলে, তিনিই আমাদের সারথির ন্যায় পথ দেখাইয়া লইয়া যান। তাই ভগবান অর্জ্জুনের সারথি। হৃষিকেশ ইন্দ্রিয়গণকে আয়ত্ত্ব করিয়া তাহাদের কর্ত্তারূপে ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণকে নিজের ইচ্ছামত পরিচালনা করিতেছেন।

অর্জ্জুনও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে গীতার ১৮ অধ্যায় ৬১ শ্লোক ভাষ্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যই বলিয়াছেন—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া॥

ঈশ্বর ঈশনশীল নারায়ণ এবং অর্জ্জুন শুক্লান্তরাত্মা স্বভাবো বিশুদ্ধান্তকরণ ইতি।

বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ বিশিষ্ট জীবে তিনি সর্ব্বদাই উপদেশ দান করিতেছেন। বেদেও উক্ত হইয়াছে "অহশ্চ কৃষ্ণমহরর্জ্জুনঞ্চ" "বিবর্ত্তেতে রজসী বেদ্যাভিঃ" "অর্জ্জুনমতি স্বচ্ছং শুদ্ধ স্বভাবমুপলভ্যতে। আনন্দগিরি"। অর্জ্জুন অর্থে স্বচ্ছ শুদ্ধ জ্যোতিঃ স্বভাব।

গীতা নিত্যা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইহা যে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন আর এখন বলেন না তাহা নহে। শুদ্ধান্তঃকরণ বিশিষ্ট জীবে তিনি এখনও উপদেশ দিতেছেন। সেই জন্য সর্ব্বকালের শাস্ত্র এই গীতা। আর এই গীতা শাস্ত্রে "ভূর্ভুবঃ, স্বঃ" এই তিন লোক অবলম্বন করিয়া উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রায় প্রতি অধ্যায়ে এই ত্রিলোকের কথাও উক্ত হইয়াছে। বেদের মধ্যে প্রায় দ্যাবা, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ এই তিনের কথাই অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। গীতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইতেছে।

১। নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব ।১।১৯।

২। হতো বা প্রাপ্সসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসেমহীম্ ২।৩৭।

৩। নমে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষুলোকেষু কিঞ্চন ।৩।২২।

৪। জন্ম কর্ম্মমে দিব্যং এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।৪।৯।

৫। কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি ।৫।১১।

গীতার প্রথম অধ্যায় বিষাদ যোগ। আমরা স্থূলে এত আবদ্ধ যে স্থূল নষ্ট হইয়া গেলে আমরা মনে করি সমস্তই আমাদের নষ্ট হইয়া গেল। সেই জন্যই ধর্ম্ম যুদ্ধেও বিষাদ উপস্থিত হয়। মানব মাত্রেরই এইরূপ বিপন্ন অবস্থা হইয়া থাকে। এই অবস্থায় উপনীত হইলে তাহার প্রতিকার জন্য পরবর্ত্তী অধ্যায়ে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল।

শ্রীমচ্ছংকরাচার্য্য গীতার উপক্রমণিকায় স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, "স আদিকর্ত্তা নারায়ণাখ্যো বিষ্ণুর্ভৌমস্য ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণত্বস্য রক্ষণার্থং দেবক্যাং বসুদেবাদংশেন কিল সম্বভূব, ব্রাহ্মণত্বস্য হি রক্ষণেন রক্ষিতঃ স্যাদ্বৈদিকো ধর্ম্মঃ তদধীনত্বাদ্বর্ণাশ্রম ভেদানাং"। সেই আদি কর্ত্তা নারায়ণ ব্রাহ্মণ্য ও তদধীন বৈদিক ক্রিয়া রক্ষার নিমিত্ত

দেবকীর গর্ভে বসুদেব হইতে (বেধ দীক্ষায়) অংশরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বৈদিক ধর্ম্ম স্থাপনের জন্যই তাঁহার আবির্ভাব।

এই বিষয়টি স্মরণ করিয়া গীতা পাঠ করিলে গীতার প্রত্যেক অধ্যায়েও শ্লোকে বৈদিক ভাব দেখিতে পাইবেন। এক্ষণে আমরা গীতার মূল গ্রন্থ হইতে এই বিষয়ের যথার্থতা অর্থাৎ বৈদিক ধর্ম্ম স্থাপন যে গীতার উদ্দেশ্য তাহা কথঞ্চিৎ দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রথম অধ্যায়ে শঙ্খবাদন উপলক্ষে উক্ত হইয়াছে হৃষিকেশ "পাঞ্চজন্য" শঙ্খ বাদন করিলেন। পাঞ্চজন্য শঙ্খের ইতিহাস এই। সমুদ্রস্থিত পঞ্চজন নামে এক অসুর, সান্দীপনীর পুত্রকে গ্রাস করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ সান্দীপনী ঋষির নিকট সমগ্র বিদ্যা লাভ করিয়া গুরুদক্ষিণা স্বরূপ তাঁহার পুত্রকে আনয়ন জন্য পঞ্চজন অসুরকে বধ করিয়া যমালয় হইতে গুরু পুত্রকে আনয়ন করিয়া গুরু দক্ষিণা প্রদান করেন। সেই পঞ্চজন শঙ্খরূপ ধারী অসুরের অস্থি তিনি গ্রহণ করেন এবং শুদ্ধ করিয়া নিজে শঙ্খরূপে তিনি ব্যবহার করেন। তাহাই পাঞ্চজন্য শংখ। শ্রীমদ্ভাগবত, দশম স্কন্ধ ৪৫ অধ্যায় ৪০ শ্লোকে শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্য টীকায়, অবিদ্যা অস্মিতা রাগদ্বেষ অভিনিবেশ এই পঞ্চ পর্ব্ব অবিদ্যাকে পঞ্চজন বলিয়াছেন। তাহা সৃষ্টির সহায় কারণ রূপ সমুদ্রে শংখ রূপে অবস্থান করিতেছে। তাহার প্রতিষেধক বিদ্যার সন্দীপনীর ধারাকে, সেই অসুর নিয়তই গ্রাস করিতেছে। ভগবৎ সহায় সান্দীপনীর সাহায্যে তাহার উদ্ধার সাধন হইতে পারে তখন ইহা ভগবদঙ্গরূপে পরিণত হইতে পারে, তাহাই পঞ্চপর্ব্বা বিদ্যা।

সাংখ্য যোগৌতু বৈরাগ্যং তপো ভক্তিশ্চ কেশবে। পঞ্চ পর্ব্বেতিবিদ্যেয়ং যযা মর্ত্ত্যো হরিং বিশেৎ। নারদ পঞ্চরাত্র।

পঞ্চ পর্ব্বা অবিদ্যাই পঞ্চজন। এই পঞ্চজনকে নিহত করিয়া

তাহার স্থলে এই পঞ্চ পর্ব্বা বিদ্যাকে স্থাপনই পঞ্চজন অসুরকে বধকরা, যখন, সেইজন্য সংযমনী পুরী অর্থাৎ পঞ্চ পর্ব্বা বিদ্যা সেই স্থান অধিকার করিল তখন তাহা শরীরের শোভা এবং অঙ্গ রূপে ব্যবহৃত হয় এবং তাহার ধ্বনি শুনিয়া বিশেষতঃ অবিদ্যা গ্রস্ত গণের হৃদয় কম্পিত হয়। সেই জন্য অবিদ্যা গ্রস্ত দুর্য্যোধনাদি হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

"সারো মুনি" কাসার, দাক্ষিণাত্যে দ্বাদশ আলোয়ারের প্রথম আলোয়ার। তিনি পাঞ্চজন্যের অবতার বলিয়া খ্যাত। তাঁহার কণ্ঠ ধ্বনি শুনিলেও সংসারাক্ত গণের হৃদয় বিদীর্ণ হইত। সাধক অর্জুন "দেবদত্ত" শঙ্খ (বেদ মন্ত্রযুক্ত শুদ্ধধ্বনি) বাদন করিলেন।

দ্বিতীয় সাংখ্যযোগ। ইহার সার মর্ম্ম এই। আত্মা নিত্য ও জ্ঞান স্বরূপ, তাহার মৃত্যু নাই, পরিবর্ত্তন নাই। দেহেরই জন্ম মৃত্যু হয়। ষট্‌বিকার দেহের। কৌমার যৌবন জরার ন্যায় মৃত্যুও দেহান্তর, পরিবর্ত্তন মাত্র। পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া লোকে যেমন নূতন বস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ দেহী বা জীব নূতন দেহ, পুরাতন বা জীর্ণ দেহের পরিবর্ত্তে ধারণ করে। ইহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই। আর্য্য ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, ধর্ম্মযুদ্ধ। ইহাতেই স্বর্গ দ্বার উন্মুক্ত হয়। সৌভাগ্যক্রমে সেই যুদ্ধে তুমি ব্রতী হইয়াছ। কর্ত্তব্যের অনুরোধে আশ্রমোচিত আর্য্যধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। কর্ম্মফলের ত্রিগুণময় বেদোক্ত কাম্য কর্ম্মের ফলের আশা ত্যাগ কর। ফল কামনা ত্যাগ করিয়া বুদ্ধিতত্ত্বে আরূঢ় হইলে তখন ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি একরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অচলা সমাধি লাভ করিয়া থাকে। বাহ্যবিষয় হইতে প্রত্যাহার করিলে প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। ৫৮।২।

কূর্ম্মের ন্যায় ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে সর্ব্বদা প্রত্যাহার যিনি করেন তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই ইন্দ্রিয় সংযম বিষয়ে যে কূর্ম্মের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, ইহার আলোচনা করিলে অমূল্যতত্ত্ব জানিতে পারিব। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে "স যো কূর্ম্ম নাম ; এতদ্বৈ রূপং কৃত্বা প্রজাপতিঃ প্রজাঃ অসৃজত। যদসৃজতঅকরোত্তৎ। যদকরোত্তস্মাৎ কূর্ম্মঃ। কশ্যপো বৈ কূর্ম্মঃ তস্মাদাহুঃ "সর্ব্বাঃ প্রজাঃ কাশ্যাপ্যঃ ইতি" স যঃ স কূর্ম্মো স আদিত্যঃ।

কূর্ম্ম নাম কেন? প্রজাপতি এইরূপ ধারণ করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি করিয়াছেন বলিয়াই কূর্ম্ম। কশ্যপই কূর্ম্ম। এই জন্য সকলে বলেন "সকল প্রজাই কশ্যপ (পশ্যক) হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে"। যিনি কূর্ম্ম তিনিই আদিত্য। কূর্ম্ম যেরূপ একই প্রাণ শক্তির দ্বারা পঞ্চ অঙ্গের ক্রিয়া করে, সেই রূপ আদি কূর্ম্ম ভগবান বিষ্ণু সূর্য্যনারায়ণ অনবরত পঞ্চরূপ শক্তি, "আকুঞ্চন, প্রসারণ, উর্দ্ধগতি, আধাগতি ও সর্ব্বতোগামী গতির দ্বারা গ্রহ উপগ্রহ, সমন্বিত সৌর জগৎকে ঘুরাইতেছেন এবং মূলাধারাদি সপ্ত চক্র যুক্ত জীব শরীরে সমস্ত কার্য্য সমাধা করিতেছেন। এই পঞ্চশক্তি, বুদ্ধি স্থান সহস্রার হইতে পুরুষের দ্বারা প্রেরিত হইয়া আজ্ঞা চক্রে ভ্রূমধ্যে তাঁহার আজ্ঞায় ইন্দ্রিয়গণকে দ্বার স্বরূপ করিয়া পঞ্চ বিষয়াদির গুণ গ্রহণ করে। এই সকলের বহিরদাপ্রসারণের গুণে আসক্ত না হইয়া কামনা রূপ অসুর সন্তানগণকে জয় করিতে ভগবান অর্জ্জুনকে আজ্ঞা করিতেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কেহই জ্ঞান (নৈষ্কর্ম্ম) লাভ করিতে পারে না। সেই জন্য "নিয়তং কুরু কর্ম্মত্বং॥ "নিয়ত শব্দ বাচ্য নিত্য কর্ম্ম সন্ধ্যোপাসনাদির অনুষ্ঠান কর। ৮।

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্ম বন্ধনঃ। ৯।

যজ্ঞ অর্থে বিষ্ণু ভগবান। সেই ভগবদারাধনা নিমিত্ত কর্ম্ম করিলে সংসারে বন্ধন হয় না, অন্য কর্ম্ম লোক সকলকে সংসারে বদ্ধ করে।"

কর্ম্মের রহস্য ভগবান বলিতেছেন "সৃষ্টির প্রথমে প্রজাপতি প্রাণ যজ্ঞ সহ প্রজা সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা ক্রমশঃ আত্মোন্নতি লাভ কর, ইহা তোমাদের অভীষ্ট ভোগপ্রদ হউক"। ১০।

এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা দেবগণকে সংবর্দ্ধন কর, সেই দেবগণও তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুক। এইরূপ পরস্পর সংবর্দ্ধনা করিয়া পরম মঙ্গল লাভ করিবে। ১১।

যে হেতু দেবগণ যজ্ঞের দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া তোমাদিগকে অভীষ্ট ভোগ প্রদান করিবেন, তাঁহাদিগের প্রদত্ত দ্রব্যাদি তাহাদিগকে না দিয়া যে ভোগ করে সে চোর।

যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজী সাধুগণ সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়েন কিন্তু যাহারা আপনার জন্য পাক করে, সেই দুরাচারগণ পাপই ভোজন করে। ১৩।

ভূত সকল অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়, বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি, বৃষ্টি, যজ্ঞ হইতে এবং যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে সমুদ্ভূত হয়। ১৪। কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জানিবে; ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ অক্ষর হইতে জাত, অতএব সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এইরূপে প্রবর্ত্তিত চক্র ইহলোকে যে অনুবর্ত্তন না করে, হে পার্থ! ইন্দ্রিয়াসক্ত পাপজীবন সে বৃথা বহন করে। ১৬।

এই চক্রনিয়ত অনুবর্ত্তন করিতেছে, জগতের এই সূক্ষ্ম নিয়মানুযায়ী কর্ম্মই সাধন।

অতএব তুমি ফলাভিলাষ শূন্য হইয়া সর্ব্বদা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। যেহেতু অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম নুষ্ঠান করিলে পুরুষ মোক্ষ প্রাপ্ত হন। ১৯। ইহা বৈদিক মত।

জনকাদি মহাত্মারা কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, ইহার অন্তরায় কামনা। হে কৌন্তেয় জ্ঞানীর চিরশত্রু এই কামরূপ অপুরণীয় অগ্নি দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে। ৩৯।

এই কামই ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহীকে বিমোহিত করে। ৪০। অতএব হে ভরতর্ষভ, তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া বুদ্ধিতত্ত্বের জ্ঞান ও বিজ্ঞান উভয়ের বিনাশক পাপরূপ এই কামকে (মনকে) জয় কর।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে বস্তু নির্দ্দেশ না করিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞানের বিষয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিতেছেন এক্ষণে চতুর্থ অধ্যায়ে ঐ জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় কিরূপে এক সঙ্গে হইতে পারে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন। পূর্ব্বে কাম বা অন্য নামে পরিচিত মদন তিনি যাঁহাকে দেখিলে মোহিত হন সেই বিষ্ণু বা কৃষ্ণ "মদন মোহন" নামে পরিচিত। বিষ্ণুই আদিত্য সবিতা নামে বেদে উক্ত হইয়াছে। বিষ্ণু ব্যাপন শীল ব্রহ্ম অনন্ত। তিনি সান্ত সৌর জগতের অধিষ্ঠাতা আদিত্যকে উপদেশ দিয়াছিলেন। সান্ত, অনন্তের নিকট হইতেই জ্ঞান, শক্তি ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাই ভগবান বলিতেছেন "আমি সূর্য্যকে এই অক্ষয়যোগ বলিয়াছিলাম। সেই জ্ঞানে বিবস্বান্ বিভূষিত। বিবস্বান্ই সান্ত বিষ্ণু। তাঁহার বহিরাবরণ ভেদ করিতে পারিলেই আমরা সেই জ্ঞানময়, জ্যোতির্ম্ময়, অনন্ত ভগবানকে জানিতে পারিব।

হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে। ১৫।

হে জগতের পোষক, সূর্য্য ! তোমার জ্যোতির্ম্ময় পাত্র দ্বারা সত্যের অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলস্থিত জ্যোতি ব্রহ্মের মুখ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। সত্য ধর্ম্মানুষ্ঠায়ীর দৃষ্টির জন্য তাহা আবরণ শূন্য করুন।

বেদ যাহা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—গীতাও সেই বেদের সার কথা বলিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ অষ্টম অধ্যায়ে এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে (আমিই) "পুরুশ্চাধিদৈবতং"। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি সকলেই বলিয়াছেন "পুরুষ আদিত্যের অন্তর্গত স্বতঃ প্রধান হিরণ্যগর্ভ; তিনি সকল প্রাণির অনুগ্রহকর্ত্তা তিনিই "অনন্যা" ভক্তি দ্বারা লভ্য অধিদৈবত পুরুষ। ইহাই ভক্তিযোগ।

সৌর সান্ত জগৎ হইবার পূর্ব্বে অনন্ত জগতের জ্ঞান, অনন্ত ভাবে পূর্ণ ছিল। সেই জন্যই তিনি বলিয়াছেন আমার জন্ম কর্ম্ম দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত, অলৌকিক, আমার জন্ম কর্ম্ম অলৌকিক যিনি জানেন, তিনিও জন্ম মৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করেন।

ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধিতে যজ্ঞাদি সম্পন্ন করিলে, সেই দিব্যভাব লাভ হইয়া থাকে। ইহাতে বন্ধন হয় না। "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম কর্ম্ম সমাধিনা" ।২।৪।

অর্পণরূপ যজ্ঞ পাত্রও ব্রহ্ম, ঘৃতও ব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্ম কর্ত্তৃক হুতও ব্রহ্ম। সকলই ব্রহ্ম এরূপ যাহার জ্ঞান হইয়াছে তিনি সেই ব্রহ্ম কর্ম্ম সমাধি দ্বারা ব্রহ্মকেই পাইয়া থাকেন। ইহাই জ্যোতিঃস্বরূপের পূর্ণ সাধনা। পূর্ণভাবে সাধনা এবং পূর্ণভাবে ভগবানের ক্রিয়া অনুভব করাই প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। আংশিক ভাবে ভগবানকে অনুভব করা এবং আংশিকভাবে সাধন করা, যাহা বর্ত্তমানে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাতে ভগবানের পূর্ণভাব প্রকটিত হয় না। প্রকৃত জাগ্রত সমাধিও হয় না।

পঞ্চম অধ্যায়ে কর্ম্ম সন্ন্যাস যোগ। কর্ম্ম সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ দুইই মোক্ষের কারণ হইলেও কর্ম্মযোগ সাংখ্যযোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান যোগ এবং কর্ম্মযোগ পৃথক নহে, পণ্ডিতেরা উভয়কে এক বলিয়া জানেন। জ্ঞান কর্ম্মের পার্থক্য বালক ও মুর্খেরাই করিয়া থাকে। শরীরের দ্বারা মন দ্বারা বুদ্ধি দ্বারা অর্থাৎ কায়া বা পৃথিবী (অগ্নি) মন বা বাক্যপ্রাণ চন্দ্রমা এবং বুদ্ধি জ্যোতি সূর্য্য, ইহাদিগের সহিত অভিনিবেশ শূন্য ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা যোগিগণ কর্ম্মফলে "কামরূপকে জয়" করিয়া আত্ম শুদ্ধির জন্যই কর্ম্ম করিয়া থাকেন।১১।

আত্ম-জ্ঞান দ্বারা যাঁহাদের সেই অজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়, সূর্য্য প্রকাশ পাইলে যেরূপ তম নাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তাঁহাদের হৃদয়ে ঈশ্বর তত্ব বা দিব্য জ্যোতি প্রকাশিত হয়। ১৬। জ্ঞানাগ্নি দ্বারা বা জ্ঞান জ্যোতি দ্বারা সমস্ত পাপ রাশি ভস্ম হইয়া যায়। ৩৭।৪। এবং তাঁহার সহিত একত্ব হইয়া যায়। নিরন্তর সঙ্গ দ্বারা পরম জ্যোতির সহিত জীবাত্মার একত্ব গতি লাভ হয়। ভাগবতে এই তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে প্রিয় ভক্ত উদ্ধবকে বলিয়াছেন। ৪৫॥১৪।

এবং সমাহিত মতি র্মামে বাত্মন মাত্মনি।
বিচষ্টে ময়ি সর্ব্বাত্মন্, জ্যোতি র্জ্যোতিষি সংযুতং ॥

চিত্ত এই প্রকারে ধৃত হইলে পর যেমন জ্যোতিকে জ্যোতিতে সংযুক্ত দেখা যায়, সেইরূপ আত্মাতে আমাকে এবং সর্ব্বাত্ম স্বরূপ আমাতে আত্মাকে দর্শন করিবে। "আত্মৈব দেবস্তদেব" শ্রুতি ।।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান বলিতেছেন "যিনি কর্ম্ম ফলের অপেক্ষা না করিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত কর্ম্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী তিনিই যোগী এবং নিরগ্নি অর্থাৎ অগ্নিসাধ্য ইষ্টাখ্য যজ্ঞ কর্ম্মাদি ত্যাগী, বা অক্রিয় অর্থাৎ অগ্নি সাধ্যাতিরিক্ত পুষ্করিণী খননাদি কর্ম্মের ত্যাগী হইলেই যে যোগী হইবে এমত নহে।

যোগী ইষ্ট দেবকে সর্ব্বদা চিন্তা করিবে। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা মনকে সংযত করিলে সেই মনের দ্বারা সাধন হইবে।

এইরূপ অনেক প্রকার মন স্থিরের উপায় বলিয়া যোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। কর্ম্মী ও জ্ঞানী অপেক্ষা, যে যোগী আমাতে "অচলা শ্রদ্ধা" যুক্ত হইয়া দৃঢ়মনে ভজনা করে, তাহার তুল্য যোগী ত্রিভুবনে নাই। অর্থাৎ আমি যে তুরীয় ব্রহ্ম দেবদেব মহাদেব, বাসুদেব এবং আমিই এই ত্রিভুবনের তিন দিব্য জ্যোতিঃ সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি। ইহাদের সহিতই যোগ।

জৈমিনি দর্শনে এই অগ্নিষ্টোম জ্যোতিষ্টোম কর্ম্মের বিশেষ বিধান আছে। বেদান্ত দর্শনে সেই যজ্ঞ কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং তাহার ফলে চিত্ত শুদ্ধি হইলে পর জ্যোতিশ্চরণের ধ্যান উক্ত হইয়াছে। কিন্তু যোগ শাস্ত্র বেত্তা পতঞ্জলি ঈশ্বর প্রাণিধান বিষয়ে প্রণবই তাঁহার স্বরূপ, তাহার জপ ও তাহার অর্থ ভাবনা, তাঁহাকে পাইবার প্রধান উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তাহাই যোগ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যোগ ভাষ্যে ব্যাসদেবও বলিয়াছেন "স্বাধ্যায়াদ্ যোগ মাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়মামনেৎ। স্বাধ্যায় যোগ সম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে।" "স্বাধ্যায়ের (প্রণবাদির জপ ও বেদাধ্যয়ন) পর যোগের অনুষ্ঠান করিবে। যোগ অনুষ্ঠান করিয়া পুনরায় বেদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের চিন্তা করিবে। স্বাধ্যায় ও যোগ অবলম্বন করিলে পরমাত্মা প্রকাশিত হয়েন অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের সাধনই জ্ঞানী, যোগী, কর্ম্মী ও ভক্তের পথ। সাস্তু-সৌর জগতের জীবের সূর্য্যগতি ভিন্ন পথ নাই। "The solar Logos is our goal."

ইহার পর সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান পূর্ণভাবে, স্পষ্ট করিয়া উপদেশ দিতেছেন।

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু।১।৭

হে পার্থ! আমাতে আসক্ত চিত্ত হইয়া ও আমাকে আশ্রয় করিয়া নিঃসন্দেহ রূপে ও সমগ্র ভাবে যাহাতে আমাকে জানিতে পারিবে, এবং যাহা জানিলে আর কিছুই জানিবার অবশিষ্ট থাকিবে না, তাহা এই বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান তোমায় বলিব।

সমগ্র গীতার মধ্যে ভগবান্ আর কোথায়ও একটি শ্লোকের মধ্যে অসংশয় ও সমগ্র ভাবে জানিবার জন্য এইরূপ ভাষা প্রয়োগ করেন নাই। এই অধ্যায়েই সমগ্র পূর্ণ ভাব ও সন্দেহ রহিত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

ভূমি, জল, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন অর্থাৎ চন্দ্রমা ও বুদ্ধি অর্থাৎ সূর্য্য নারায়ণ ও অহংকারই আমার প্রকৃতি আট ভাগে বিভক্ত।

পূর্ব্বে চতুর্থ অধ্যায়ে "ব্রহ্মার্পণ মন্ত্রে" পূর্ণ ভাবের কথা বলিয়া, তিনি সূর্য্যকে উপদেশ দিয়াছেন, ইহাতে যেন তিনি সূর্য্য হইতে পৃথক এই ভাবটি উপস্থিত হইতে পারে বলিয়া এই জন্য তিনিও আবার এই প্রকৃতির মধ্যে সূর্য্য নারায়ণ সেই ভাবও প্রকাশ করিতেছেন। এই আট তত্ত্বই সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, ইহারাই অপরা প্রকৃতি বা মায়ারূপ শক্তি, কার্য্য জগৎ এবং পরা বা শ্রেষ্ঠ তত্ত্বই জীব। মায়া ও অবিদ্যা; বিদ্যা ও অবিদ্যা, জ্ঞান ও অজ্ঞান এই দুইই জগৎ প্রসবকারী ঈশ্বরের জ্যোতি শক্তি ও জীবের জ্যোতি শক্তি। দুইই ভগবৎ শক্তির বিকাশ। বহির্ব্রহ্মাণ্ডে তাহাকে জ্যোতি বলি, জীব হৃদয়ে তাহাকে চেতনা বলি। যোগী যাজ্ঞবল্ক্যে পাই।

হৃদ্যাকাশে চ যো জীবঃ সাধকৈরুপবর্ণ্যতে।

স এব আদিত্য রূপেণ বহির্নভসি রাজতে।

সাধকগণ জীবগণের হৃদয়াকাশে যে চৈতন্যের বর্ণনা করিয়া থাকেন, তাহাই বাহিরে আদিত্য রূপে বিরাজ করিতেছেন !

অপরা প্রকৃতি, বহিরঙ্গা প্রসারণ বা মায়া,। প্রবৃত্তি মার্গ।
অন্তরঙ্গা আকুঞ্চনরূপ"আরাধিকা শক্তি"পরা প্রকৃতি। নিবৃত্তি মার্গ।

ইহার সমাধান তিনি করিতেছেন 'হে ধনঞ্জয় আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। সূত্রে মণিগণের ন্যায় আমাতে এই সমস্ত জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে।৭।

জলে আমি রস, চন্দ্র সূর্য্যে জ্যোতি এবং সর্ব্ববেদে প্রণব রূপে, আকাশে শব্দ এবং মনুষ্যগণ মধ্যে পৌরুষ রূপে আমি অবস্থিত আছি।

জ্যোতিরূপে আমি চন্দ্রে এবং সূর্য্যে এবং সকল বেদে প্রণব রূপে আমি অবস্থিত। ভগবান মনু বলিয়াছেন সূর্য্য, চন্দ্র বা বায়ু, এবং অগ্নি ব্রহ্ম হইতে সামবেদ, যজুর্বেদ, ও ঋগ্বেদ উৎপন্ন হইয়াছে। এই তিন বেদই, সূর্য্য, চন্দ্র বা বায়ু এবং অগ্নির মূর্ত্তি। ইহাদের সার প্রণব। ইহারাও অপরা ("তত্রাপরা ঋগ্বেদ" ইত্যাদি)। পরা সেই রাধা শক্তি যাহা দ্বারা সেই অক্ষরকে, ত্রিগুণাতীত বাসুদেবকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জন্য শ্রীরাধাকে না জানিলে শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব অধিগত হয় না। এই ত্রিগুণকে অতিক্রম করিলে তাহার পর ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অষ্টম অধ্যায় তারক ব্রহ্মযোগে ভগবান বলিতেছেন অক্ষরই পরম ব্রহ্ম, স্বভাবই অধ্যাত্ম, তাঁহার বিনশ্বর যে দেহাদি পদার্থ তাহারাই প্রাণি মাত্রকে অধিকার করিয়া অবস্থান করে, এজন্য তাহা অধিভূত এবং সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী পুরুষই অধিদৈব। "আর এই দেহে অন্তর্য্যামী রূপে অবস্থিত আমিই অধিযজ্ঞ।৪।

হে পার্থ! অভ্যাস যোগ দ্বারা একাগ্র এবং অনন্য গামী চিত্ত

দ্বারা সেই দিব্য পুরুষকে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৮।

পুরুষঃ সঃ পরঃ পার্থ! ভক্ত্যা লভ্য স্ত্বনন্যয়া।

সেই পরম পুরুষ একমাত্র ভক্তির দ্বারাই লভ্য হন। আদিত্য মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী পুরুষই, পরম পুরুষ এবং তাঁহাকে একমাত্র ভক্তি দ্বারাই লাভ করা যায়। ইহাই তারক ব্রহ্ম যোগের গুহ্য রহস্য। এখানে সাধনার বিশেষ ভেদ ও বলিতেছেন।

অগ্নি, জ্যোতি, অহঃ, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ, ব্রহ্মবিদ্‌গণ, এই পথে গমন করিয়া ব্রহ্ম লাভ করেন, এবং ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন, পথে যোগী চন্দ্রমা জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া সংসারে পুনরাগমন করেন। ২৫। অনাদি কাল হইতে এই দুইটি মার্গ প্রচলিত আছে। একটির দ্বারা অনাবৃত্তি অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয় এবং অন্যটির দ্বারা প্রাকৃতিক সংসারে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হয়। মোক্ষ এবং সংসার প্রাপক এই দুইটি মার্গ জানিলে কোন যোগী মোহিত হন না। সেইজন্য হে অর্জ্জুন সর্ব্বদা যোগ যুক্ত হও।"

এই অষ্টম অধ্যায়ে পূর্ব্বে যে উল্লেখ করা হইয়াছে "পুরুষশ্চাধিদৈবতম্"। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ সকলেই এক বাক্যে সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী পুরুষকেই অধিদৈবত বলিয়াছেন। এখানে আমরা পুরুষ শব্দের এই অর্থ পাইতেছি। গীতার যে যে স্থলে পুরুষ শব্দের উল্লেখ আছে। তাহার অর্থ সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী পুরুষই বুঝিতে হইবে। ৮ম শ্লোকে "পরমং পুরুষং দিব্যং" এবং দশম শ্লোকে "পরমং পুরুষমুপৈতি দিব্যং।" ইহাই সেই অধিদৈব পুরুষ তাহার পর ২২ শ্লোকে "পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্য স্ত্বনন্যযা" হে পার্থ সেই পরম পুরুষ একমাত্র অনন্যা ভক্তি দ্বারাই লাভ করা যায়। এখানেও সেই বৈরাজ পুরুষ।

তাহার পর শুক্ল ও কৃষ্ণ গতির কারণ উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন বিষয়ে তত্ত্ব এই। শুক্লগতি বা সূর্য্যগতির দ্বারা পুনরাবৃত্তি বা পুনর্জ্জন্ম হয় না, কেননা সূর্য্য পৃথিবী ও জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন, সেই সূর্য্যগতি যদি লাভ হয়, তাহা হইলে পার্থিব আকর্ষণ তাহার পক্ষেও নিষ্ফল হয়, কিন্তু চন্দ্রগতিতে তাহা হয় না, তাহার পুনরাবৃত্তি হয়। কেননা চন্দ্র নিজে পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। সেই জন্য বিভূতিযুক্ত চন্দ্র গতি লাভ করিলে ও পৃথিবী বা পার্থিব শক্তি তাহাকে আকর্ষণ করিয়া পুনর্জন্ম গ্রহণে বাধ্য করে। মুক্তি হয় না।

নবম অধ্যায়ে রাজযোগ বর্ণিত হইয়াছে। নিরাকার, সাকার ব্যক্তাব্যক্ত অবস্থা একমাত্র ওঁকার। এই ওঁকারের স্বরূপই এই অধ্যায়ের বিষয়। রাজ বিদ্যা, রাজ গুহ্য যোগ। যোগের চরম অবস্থা লাভ করিতে হইলে প্রথমে গীতার কর্ম্মযোগ পঞ্চ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তৎপরে চিত্ত শুদ্ধি হইলে উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিতে জীব সমর্থ হইবে। উচ্চ ভূমিই গীতার ভাষায় দৈবী প্রকৃতি! "এই দৈবী প্রকৃতি যুক্ত মহাত্মারা অনন্য চিত্ত হইয়া আমাকে জগৎ কারণ ও নিত্য স্বরূপ জানিয়া ভজনা করেন। ১৩। এই উচ্চ ভূমি দৈবী প্রকৃতির যে অন্তর্মুখীন আকর্ষণ শক্তি তাহা ভগবদভিমুখী শক্তি। অন্যান্য সমস্ত সাধনাই ভগবদবলম্বনে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভগবান সেই জন্যই বলিতেছেন "আমিই অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ, আমিই স্মৃত্যুক্ত পঞ্চ যজ্ঞ, আমিই স্বধা, আমিই ঔষধ, আমিই মন্ত্র; আমিই হোমাদি সাধন ঘৃত, আমিই ঔষধ আমিই অগ্নি, আমিই হোম।...আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ এবং পবিত্র ওঁকার, ঋক্, অগ্নি, যজুঃ বায়ু, এবং সাম রবি। ইহাতে যে দৃশ্য, অদৃশ্য, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ তুরীয় সমস্তই যে তিনি তাহা বিশেষ করিয়া বলিলেন।

তাঁহাকে জানিতে এবং প্রাপ্ত হইতে সকলেই অধিকারী ; স্ত্রী শূদ্র এবং পাপ যোনিজ সকলেই তাঁহাকে পাইয়া পরম গতি লাভ করেন ! ইহাই রাজ যোগ !

নবম অধ্যায়ে যে তত্ত্ব তিনি বলিলেন তাহা অর্জ্জুন, তাঁহার বিভূতি জানিতে ইচ্ছা করিলে, ভগবান্ পুনরায় তাঁহার দিব্য বিভূতি বর্ণনা করিলেন। আমি সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত। দ্বাদশ আদিত্য গণের মধ্যে আমিই ব্যাপক বিষ্ণু, প্রকাশ শীল পদার্থ গণের মধ্যে আমি রবি। নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্রমা।... বসু গণের মধ্যে আমিই অগ্নি। সকল বিভূতি বর্ণন করিয়া শেষ বলিলেন "যাহা সর্ব্বভূতের বীজ তাহাও আমি, যে হেতু আমা ব্যতীত যাহা থাকে এরূপ চর বা অচর ভূত নাই অর্থাৎ আমি ছাড়া আর কিছুই নাই। ভৌতিক ও দিব্য জগৎ উভয় জগতের তিনিই নিয়ামক, অন্তঃকরণের উর্দ্ধগতি ও অধোগতির চালক ও তিনি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠলীলা (সান্ত-জগতে) ও নিকুঞ্জলীলা (অনন্ত জগতে) একই সময়ে করিতেছেন। সান্ত জগতের দ্বাদশ আদিত্য বা গোপালের সহিত তিনি গোষ্ঠ বা ইন্দ্রিয়জ ভৌতিক জগতে অবস্থান করিতেছেন। আবার সেই সময়েই তিনি অনন্ত জগতে নিকুঞ্জলীলায়, স্বরূপ শক্তির সহিত অবস্থান করিতেছেন। গোপবালক সখাগণকে বলিতেছেন আমি অন্তরালে যাইলেও এইস্থানে অবস্থান করিতেছি, আমাকে ডাকিলে আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত হইব। ওঁকারেরও দুই ভাব। "গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্" ১০। ২৫। শঙ্করাচার্য্য বলেন "গিরাং বাচাং পদ লক্ষণানামেকমক্ষর মোঙ্করোঽস্মি" পদাত্মিকা বাক্ সকলের মধ্যে ওঁকারাখ্য পদ আমি" এই ওঁকার দুই প্রকার ; পরও অপর। অনন্ত ও সান্ত। সাকার ও নিরাকার। এই অনন্ত ও সান্ত

(

বৈষ্ণব শাস্ত্রে পূর্ব্বোক্ত, গোষ্ঠলীলা ও নিকুঞ্জলীলা নামে অভিহিত। বিভূতির শেষে বলিলেন "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্ন মেকাংশেন স্থিতো জগৎ"। আমি এক অংশ দ্বারা এই সমুদায় জগৎ ব্যাপিয়া আছি। এখানে প্রণবের এক মাত্রা দ্বারাই জগৎ পরিব্যাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়ে ভগবান্ বিভূতির কথা যাহা বলিলেন অর্জ্জুন তাহা দেখিতে চাহিলে, তিনি অর্জ্জুনকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিয়া ভৌতিক ও দিব্য পদার্থ সকলই একাধারে দর্শন করাইলেন। সাধারণকে একটু আভাস দিবার জন্য বলিয়াছেন।

দিবি সূর্য্য সহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ। ১২।

আকাশে এককালে উদিত সহস্র সূর্য্যের যদি এককালেই প্রভা হয়, তবে মহাত্মা বিশ্বরূপের প্রভার কিয়দংশের তুলনা হইতে পারে, সে রূপের অন্য তুলনা নাই।১২।১১ সেই জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখিয়া অর্জ্জুন স্তব করিতেছেন—

"অনাদি মধ্যান্তমনন্তবীর্য্যমনন্ত বাহুং শশি সূর্য্য নেত্রং।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্।

"উৎপত্তি স্থিতি বিনাশ রহিত অমিত প্রভাব, অনন্তবাহু চন্দ্রসূর্য্য নেত্র দীপ্তাগ্নিমুখ এবং স্বীয় তেজে এই সমুদায় বিশ্ব-সন্তাপকারী তোমাকে আমি দেখিতেছি।" এস্থানেও চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নির কথা একাধারে স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ আছে। বেদাদি শাস্ত্রে এই তিন লোকের কথা এই তিন শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়া থাকে। "অথ ত্রয়ো বাব লোকাঃ" "ত্রীণি জ্যোতীংষি" প্রভৃতি শব্দ ও এই লোক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহারই স্থূল এবং সূক্ষ্ম ভাব যে তিন লোক তাহা বলিয়াছেন।

দ্যাবা পৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চসর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপংমিদং তবোগ্রং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্। ২০।

হে মহাত্মন্! স্বর্গ ও পৃথিবীর এই উভয়ের যে অন্তর অন্তরিক্ষ এবং সমুদায় দিক্ একমাত্র তোমা কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত রহিয়াছে; তোমার এই অদ্ভুত ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া ত্রিলোক অতীব ভীত দেখিতেছি।২০।

এইরূপে তিন জ্যোতি ও তিন লোকের কথা বলিয়াছেন। এই বিশ্বরূপ দর্শনাধ্যায়ে স্থূল সূক্ষ্মাদি বহুবিধ ভাব একাধারে উক্ত হইয়াছে। তাহা সকলের সহসা বোধগম্য নহে। ভক্ত অর্জ্জুন এই বিশ্বরূপ দর্শন, দিব্য চক্ষু প্রভাবে, অধিদৈব জগতে করিলেন অন্য কেহ করিতে পারে না, তাই অর্জ্জুন বলিতেছেন তোমাকে কিরীটধারী গদাহস্ত চক্রধারী এবং সর্ব্বত্র দীপ্তিমান তেজোরাশি রূপ দুর্দর্শনীয় চারিদিকে প্রদীপ্ত বহ্নি ও সূর্য্যসম দ্যুতিমান এবং অপ্রমেয় স্বরূপ দেখিতেছি ।১। অধিদৈব জগতে এ সকল মূর্ত্তি বিগুমান। ভাগবত ১২ স্কন্ধে ১০ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। পূর্ণ কিরীট চর্ম্ম চক্ষেও অভ্যাস দ্বারা দেখা যায়। তাই অর্জ্জুন এই মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন; অন্য যে কেহ অধিদৈব জগতে প্রবেশ করিবেন তিনিই ইহা দর্শন করিতে পারিবেন। বিজ্ঞান ও ইহার অনুমোদন করিতেছে। এই দুই শ্লোকে সান্ত ও অনন্ত ভাবের কথাই উক্ত হইয়াছে। এই দুই ভাবই আর্য্য শাস্ত্রে প্রায়ই এক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জন্য অনেকেই ইহাদের পার্থক্য বুঝিতে পারেন না। এই দুই ভাবের বিমিশ্রণ না বুঝিয়া যথার্থ বস্তু নির্দ্দেশ না করিয়া নিজেদের মন কল্পিত উপাসনায় রত হন এবং সাক্ষাৎভাবে অন্তর্জগৎ ও বাহ্য জগৎ অর্থাৎ পিণ্ডান্ত এবং ব্রহ্মাণ্ড এই উভয়ের সম্বন্ধ না জানিয়া প্রাদেশিকভাবে সাধনায় রত হন, তাহাতে সাধনার পূর্ণাঙ্গ লাভ হয় না। দিবসে শান্ত ভাব রাত্রে অনন্ত ভাব।

গীতোক্ত ধর্ম্ম সম্যক্‌ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে, সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণভাবে সাধনার সিদ্ধিলাভ হয়। অর্জ্জুন সম্যক প্রকারের এই সাধন আশ্রয় করিয়া বিশ্বরূপাদি দর্শন করিয়াছিলেন এবং কুরুক্ষেত্র সমরের পরিণাম ও বিশ্বরূপ মধ্যে দর্শন করিয়াছিলেন।

ভক্ত ভিন্ন এ রূপ দেখিতে সকলের অধিকার নাই। যিনি নিষ্কাম ভাবে, ভক্তিপূর্ব্বক বৈদিক ক্রিয়া দেবযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন তিনি দর্শনের অধিকারী। তিনি ক্রমে শান্ত ভাব অতিক্রম করিয়া অনন্ত ভাব সাধন করিতে পারিবেন। "ভাগবতে কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" "অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং" এই দ্ব্যর্থ বাচক শ্লোকমধ্যে মহামনা বেদব্যাস সূর্য্য পক্ষে, দেহ পক্ষে, কৃষ্ণ পক্ষে, সকল ভাবেই অর্থ করিবার আভাস দিয়াছেন। বিশ্বরূপ দর্শনে ভীত হইয়া শেষে "নররূপ সৌম্য মূর্ত্তি" দর্শন করিয়া যেন চেতনা লাভ করিলেন। এই নর বপু ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। তাই "চৈতন্য চরিতামৃতকার" বলিয়াছেন "কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা; নর বপু তাহার স্বরূপ"। ২১ অধ্যায়, মধ্য! যিনি প্রণব স্বরূপ স্থূল সূক্ষ্ম, কারণ ও তুরীয় রূপে অবস্থিত সকলের নিয়ামক, তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে সাধন দ্বারা ভেদ করিলে, তবে অতীন্দ্রিয় দিব্য রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিব। ইহা দিব্য জ্ঞান সাপেক্ষ, এবং ইহাই বেদোক্ত 'শ্রদ্ধা।'

এই বিশ্বরূপ দর্শন না হইলে প্রকৃত ভক্তির উদয় হইতে পারে না। সেই জন্যই ইহার পর ভক্তি যোগের কথা উক্ত হইয়াছে। এই ভক্তি যোগের অধ্যায়ে একটি বিশেষ শিক্ষা দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা অব্যক্ত ভাবে প্রত্যক্ষ ব্যক্ত ভাব ত্যাগ করিয়া সাধন করেন, তাঁহারা অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। সেই জন্য দেহধারী মাত্রেই স্থূল ব্যক্ত ভাব অবলম্বন করিয়া সাধন

করিবে। অনির্দ্দিষ্ট, অব্যক্ত, ভাবে ভক্তি তত্ত্বের সাধন হইতে পারে না।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ যোগে, সপ্তম অধ্যায় প্রোক্ত অপরা অষ্ট প্রকৃতিকে সাংখ্যোক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ চতুর্বিংশতি তত্ত্বই তিনতত্ত্ব বস্তু বা সপ্ত। কারণ পৃথিবী বা অগ্নি, চন্দ্র এবং সূর্য্য এই তিন বস্তু! পৃথিবী হইল পঞ্চভূত সমষ্টি। পঞ্চ মহাভূত,তাহার কারণ ভাব, পঞ্চ তন্মাত্র;তাহা হইতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এই বিংশতিটি উৎপন্ন হইয়াছে। বস্তুতঃ এই বিংশতিটি পঞ্চ তত্ত্বের,স্থূল সূক্ষ্ম কারণ ভাব ব্যতীত স্বতন্ত্র২ তত্ত্ব নহে। আর মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি সূর্য্যস্থানীয়। এবং মন চন্দ্রমা স্থানীয় এবং অহংকার তত্ত্ব জীব স্বয়ম্। এইরূপ শ্রেণী বিভাগে তত্ত্ব অষ্ট প্রকার। সেই জন্যই সপ্তম অধ্যায়ে সমগ্র ভাবে জানিতে হইলে এই অষ্টধা প্রকৃতির কথাই জানিতে বলিয়াছেন।

এই অধ্যায়ের বিশেষত্ব এই, ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ উভয় রূপে ভগবান আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনিই প্রকৃতি তিনিই পুরুষ, তিনিই নিমিত্ত, তিনিই উপাদান কারণ। তিনিই সাকার। প্রণবের তুরীয় বা চতুর্থ মাত্র নিরাকার নির্গুণ কিন্তু অন্য তিন পাদ সাকার সগুণ। স্থূল ভিন্ন অবশ্য সূক্ষ্ম কারণ আমাদের বর্ত্তমান ইন্দ্রিয় গোচর নহে। অথচ তিনিই জীবরূপে সর্ব্বত্র হস্তপদবিশিষ্ট, সর্ব্বতঃ চক্ষু মস্তক ও মুখ বিশিষ্ট, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয় বিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন।

এই শ্লোকের আভাস দেখিয়া পুরুষ সূক্তের কথা মনে হয় এবং প্রণবই সেই পুরুষ সূক্ত, তাহাও স্মরণ করাইয়া দেয়। তিনিই "জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ তমসঃ পরমুচ্যতে। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য ধিষ্ঠিতং"। ১৭। তিনি জ্যোতির জ্যোতি। পূর্ব্বে

যে সূর্য্য চন্দ্র অগ্নির কথা বলা হইয়াছে, তিনি তাহাদেরও জ্যোতি। তিনি তমরূপ ব্রহ্মাণ্ড জ্যোতির অতীত অব্যক্তরূপ, জ্ঞান জ্যোতিঃ জ্ঞানগম্য ও জ্ঞেয়। তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত। ইন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি সকলই জ্যোতির্ম্ময়। তিনি জ্যোতির জ্যোতিঃ। পূর্ব্বে যোগী যাজ্ঞবল্ক্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে যে, জীব হৃদয়ে যিনি অবস্থান করিতেছেন তিনিই বাহিরে আকাশে দীপ্তি পাইতেছেন। গীতাতে ভগবান্ বলেন।

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোক মিমং রবিঃ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত।৩৩।১৩।

হে ভারত; যেমন একমাত্র সূর্য্য এই সমস্ত লোককে প্রকাশিত করে, সেইরূপ ক্ষেত্রী অর্থাৎ জ্যোতি স্বরূপ পরমাত্মা ক্ষেত্র অর্থাৎ মহাভূতাদি সকলকে প্রকাশিত করিতেছেন। "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" তিনিই বহির্জ্যোতিরূপে প্রকাশ।

এই শরীরকেও ক্ষেত্র বলে "ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্র মিত্য—ভিধীয়তে॥১॥ প্রধানতঃ এই স্থূল শরীরের কেন্দ্র নাভি দেশ; শক্তি বায়ু বা প্রাণের কেন্দ্র বক্ষঃস্থল এবং মনের কেন্দ্র ভ্রূমধ্যে ও বুদ্ধিস্থান সহস্রার, মস্তকের উপর ভাগে। এই তিন খণ্ডে, তম, রজ, সত্ত্ব, এক এক গুণের প্রাধান্য আছে।

সত্ত্বগুণের দিব্য ভাবে শ্রীকৃষ্ণের তনু প্রকাশিত হইয়াছে। শরীরের সাধন, আসনাদির দ্বারা; প্রাণায়াম দ্বারা বক্ষঃস্থলের ও সর্ব্ব শরীরের সাধন। যম নিয়ম, তিনখণ্ডেই ত্রিবিধ ভাবে হইয়া থাকে। প্রত্যাহার ধ্যান ধারণা, সমাধি; মন, বুদ্ধির দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এইরূপ তথা কথিত অষ্টাঙ্গ যোগ আমাদের সকল কেন্দ্রগুলিকে সংযত করিয়া ব্রহ্মভাবে পরিণত করিয়া দেয়। মনুও বলিয়াছেন।

স্বাধ্যায়েন ব্রতৈ র্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ।
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ।২।৮।

বেদত্রয়ের অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্যাদিব্রত, সায়ং-প্রাত র্হোম, ব্রহ্মচর্য্য, যথাসময়ে দেব, ঋষি পিতৃতর্পণ, গৃহস্থাশ্রমী হইয়া সন্তানোৎপাদন, ব্রহ্মযজ্ঞাদি পঞ্চ মহাযজ্ঞ ও জ্যোতিষ্টোমাদি অপরাপর যজ্ঞ ইহারা এই মানব দেহকে ব্রাহ্মী তনুতে পরিণত (ব্রহ্মাবাসের উপযুক্ত করে) ।২৮।২ অধ্যায়ে। অর্থাৎ ব্রহ্ম সাধনের উপযুক্ত সত্ব প্রধান জ্যোতির্ময় দেহ, সাধন বলে পরিণত করিতে হইবে।

সাধারণ মনুষ্যশরীর হইতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় জ্যোতি (Aura) বাহির হইয়া থাকে। তাহাকে ওজ ধাতু বলিয়া থাকে। তাহা স্থুল জ্যোতি। কারণ, জীব মাত্রেই সমিদ্ খণ্ডের ন্যায় জ্যোতির স্থুলভাব। শরীর ত্যাগের সময় জীবাত্মা সপ্তদশাত্মক লিঙ্গশরীর অবলম্বন করিয়া স্থূল দেহ পৃথিবী ত্যাগ করে। ইহা আমাদের আধিভৌতিক দেহ। ইহার অন্তরে অধিদৈব জগৎ বর্ত্তমান। সৌর জগৎ কেন্দ্র, ত্রিগুণাত্মক সূর্য্য নারায়ণ সেই জগৎ। ইহাতেই শঙ্খ, চক্র গদা পদ্ম সমন্বিত নারায়ণ (শ্রীকৃষ্ণ) অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। সূর্য্যে অনবরত Hydrogen Gas উত্থান পতন জনিত যে ভয়ানক শব্দ সূর্য্য মণ্ডলে হইতেছে, তাহার তুলনায় বৈজ্ঞানিকগণ বলেন Sounds of Volcanoes' are mere squibs compared to Solar sound. তাহার সহিত আগ্নেয় গিরির গিরি বিদারক শব্দ ও অতি সামান্য শব্দ বলিয়া তুলনা করা যায়। ইহারই প্রতীক শঙ্খ। সূর্য্যের মধ্যে স্থূল ভাবে dotted photosphere of Hydrogen Gas আছে। তাহা ঠিক পদ্মের কর্ণিকার ন্যায়, গ্রহগণ যেন তাহার পাপ্ড়ি। সেইজন্য "পদ্ম" নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। "চক্র" উহার Rotatary

motion। সূর্য্যের অঙ্গীভূত হাইড্রোজন গ্যাসের উত্থান পতন গদার আকারের স্থায় হয় বলিয়া "গদা" নামে অভিহিত হইয়াছে (cromosphereএর) Hills of Hydrogen gases.

ইহাই চতুর্ভুজ তত্ত্ব। শব্দ বা শংখ ধারা ক্রমে আমাদের স্থূল সূক্ষ্ম কারণ ভাবে আমাদের মধুর মোহন বংশী রূপে পরিণত হয় সেই মধুর বংশী ধ্বনি সাধন করিলে শুনিতে পাওয়া যায়। আর এই সূর্য্যের ভিতর ব্রহ্মা,বিষ্ণু, মহেশ্বর তিন দেবই বর্ত্তমান। আদিত্যের বহির্ভাগ অগ্নি ব্রহ্মা। (Photosphere) শক্তি ভাবই বিষ্ণু। (cromossphere) কিরীট যাহা সূর্য্যের সত্বভাব (Luminoussphereএর corona.) পূর্ণ গ্রহণ কালে স্থূল চক্ষে ও দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা শিব ভাব! শ্রীকৃষ্ণ সগুণ ব্রহ্ম। তিনি চতুর্ভুজ। অধিদৈব তাঁহার আয়ত্বাধীন। সেই জন্য এ সকল তত্ত্ব তাঁহাতে বিদ্যমান। বনমালা পঞ্চতত্ত্ব সমন্বিত ভূত সঙ্ঘের সমষ্টি।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গুণ ত্রয় বিভাগ যোগ! আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ত্রিগুণের ক্রিয়া। সত্ব, রজ, তম; কারণ, সূক্ষ্ম এবং স্থূল। ব্রহ্মের অপর ভাব, স্থূল ভাব, পৃথিবী বা অগ্নি, তম। সূক্ষ্ম, বা চন্দ্রমা রজঃ এবং কারণ বা সূর্য্য নারায়ণ সত্ব। বৈশ্বানর স্থূল জ্যোতি নাভিতে। ভ্রূ মধ্যে চন্দ্রমা রজঃস্থানীয় এবং সহস্রার সূর্য্যনারায়ণ সত্ব স্থান। সত্বগুণের বিকাশে কারণ জগতে প্রবেশ অধিকার ঘটিলে, তাহার পরেই গুণাতীত বা তুরীয় অবস্থা। এই অবস্থায় শাশ্বত ধর্ম্ম এবং ঐকান্তিক সুখ লাভ হয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষোত্তম যোগ। পূর্ব্বে প্রণবের তিনমাত্রা গুণ ত্রয় বিভাগ যোগে সগুণ ব্রহ্মভাবের কথা বলিয়া এবং পূর্ব্বের তিন গুণের বা স্থূল সূক্ষ্ম কারণ রূপী বলিয়া এক্ষণে সেই তিন

গুণই যে জ্যোতিরূপে প্রকাশ পাইতেছেন তাহাই স্পষ্টরূপে বলিতে-ছেন। ন তদ্ ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।

যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম। ৬।

সূর্য্য, চন্দ্রমা ও অগ্নি তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। যাহাতে গমন করিলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম। এখানে কারণ, সূক্ষ্ম এবং স্থূলভাবে ক্রমান্বয়ে সূর্য্য চন্দ্রমা ও অগ্নি এই তিনেরই উল্লেখ করিয়াছেন। যদি কেহ মনে করেন যে তাহা হইলে সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নি তাঁহার তেজ নহে, সেই জন্য স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—

যদাদিত্য গতং তেজো জগৎ ভাসয়তেঽখিলং।

যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকং। ১২

আদিত্যস্থ যে তেজ, চন্দ্রমাতে যে তেজ, অগ্নিতে যে তেজ অখিল জগৎকে প্রকাশিত করিতেছে, সে তেজ আমার বলিয়া জানিও। এখানে এ তিনের, কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল ভেদ বলিয়া, তিনিই এ সকলের উপরে পুরুষোত্তম রূপে অবস্থিত রহিয়াছেন। যিনি এইরূপে ভগবান্‌কে পুরুষোত্তম রূপে জানেন, তিনিই সর্ব্ববিদ্ এবং সর্ব্বতোভাবে ভগবানকে ভজনা করেন!

সেই পুরুষোত্তমকে বুঝিবার অন্তরায় কি? এবং কিরূপে সেই পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হওয়া যায়? তাহাই ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ যোগে বর্ণন করিয়াছেন।

পূর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ে শুক্ল কৃষ্ণ দুই গতির কথা বলিয়াছেন একণে তাহাই বিশেষ করিয়া বর্ণন করিতেছেন "দৈবী সম্পদ্ অন্তর্মুখীন, এবং আসুরী সম্পদ বহির্মুখীন, নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি, প্রসা-রণাধিক্য ও আকুঞ্চনাধিক্য অবস্থা। অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা ইহার নামান্তর মাত্র। প্রকাশের স্থিরতা ও আধিক্য বশতঃ সূর্য্যই

দেব ; এবং প্রকাশের ন্যূনতাও চঞ্চলতা বশতঃ চন্দ্রমা অসুর। যে স্থানে প্রকাশ গুণের ফল স্বরূপ অভয়, চিত্তের প্রসন্নতা প্রভৃতি গুণ গ্রামের আবির্ভাব হয় তাহাই দৈবী সম্পদ এবং দম্ভ দর্প প্রভৃতি দোষের কারণ গুলি অসুরিক সম্পদের ফল। যাহারা অসুর প্রকৃতি বিশিষ্ট তাহারা জগতে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। এই কৃষ্ণ জ্যোতি বা অসুর প্রকৃতি যাহাদের প্রবল, তাহারা শ্রেয় লাভ করিতে পারে না। এবং ভগবানকে লাভ করিতে পারে না। কাম, ক্রোধ এবং লোভ এই তিনটিই নরকের দ্বার স্বরূপ, আত্মার নাশক ; এই জন্য এই তিনটিকে পরিত্যাগ করিবে। এই তিনটি হইতে মুক্ত ব্যক্তি আপনার মঙ্গল আচরণ করেন এবং পরম গতি অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন।

এই দৈবাসুর সম্পদ আমাদের নিকট অন্তরূপে আবির্ভূত হয়, তাহা আমাদের একরূপ বৃত্তিরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। তাহাকে আমরা শ্রদ্ধা শব্দে অভিহিত করিয়া থাকি। অন্তরে যাহার যেরূপ ভাব তাহা বাহিরে কার্য্যরূপে পরিণত হইবার সময় যেরূপে প্রকাশ পায় তাহাকেই শ্রদ্ধা বলে। সেই শ্রদ্ধা আবার সত্ব রজ তম ভেদে তিন প্রকারে প্রকাশিত হয়, এবং যজ্ঞ কার্য্যে ও এই ত্রিবিধ শ্রদ্ধার কার্য্য লক্ষিত হইয়া থাকে।

ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক যজ্ঞ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়াছেন। মনকে সমাহিত করিয়া বিধিবিহিত যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সাত্বিক যজ্ঞ। কিন্তু ফলের অভিসন্ধি করিয়া আর দম্ভেরই জন্য যে যজ্ঞ করা হয়, সেই যজ্ঞকে রাজস যজ্ঞ জানিবে। বিধিহীন, অন্নদান-হীন, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাশূন্য ও শ্রদ্ধাবিরহিত যজ্ঞ তামসিক বলিয়া উক্ত হয় এই রূপ তপস্যা, আহারাদির ত্রিবিধ ভাব উক্ত হইয়াছে।

তৎ সৎ' ইহাদিগকে ব্রহ্মের ত্রিবিধ নাম বলা হয়। তদ্দ্বারা

ব্রাহ্মণগণ, বেদ সমূহ, যজ্ঞ সকল পূর্ব্বে বিহিত হইয়াছে। সেই হেতু "ওঁ" উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মবাদিগণের শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান, তপঃ ক্রিয়া সতত প্রবর্ত্তিত হয়। "তৎ" এইটী উচ্চারণ করিয়া ফলের অভিসন্ধি না করিয়া মোক্ষাকাঙ্ক্ষগণ কর্ত্তৃক বিবিধ যজ্ঞক্রিয়া তপঃ-ক্রিয়া ও দানক্রিয়া করা হয়। ২৫।

সদ্ভাব এবং সাধুভাব বুঝাইবার জন্য "সৎ" শব্দ প্রযুক্ত হয়। আর প্রশস্ত কর্ম্মেও "সৎ" শব্দ প্রযুক্ত হয়। যজ্ঞে, তপস্যায় ও দানে যে তাৎপর্য্যরূপে অবস্থান তাহাকেও সৎ বলা হয়। আর ঈশ্বরার্থ যে কর্ম্ম তাহাও সৎ নামে অভিহিত হয়। অশ্রদ্ধা-পূর্ব্বক হোম, দান এবং যে তপঃ অনুষ্ঠিত হয় এবং অন্য যাহাও করা যায় সে সকলই অসৎ বলিয়া উক্ত হয়। তাহা না পরলোকে না ইহলোকে সফল হয়। ২৮।

শেষ অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তাঁহার সমস্ত উপদেশের সারমর্ম্ম অর্জ্জুনকে বলিতেছেন। অন্যান্য অধ্যায়ে যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে যদি কাহারও কোন সন্দেহ হয়, তাহার জন্য এ অধ্যায়ে স্পষ্ট করিয়া সকল বিষয় বলিতেছেন। কোন শ্লোকের মধ্যে সন্দেহাত্মক ভাব নাই। সকল গুলিই স্পষ্ট ইহার মধ্যে নিত্যকর্ম্মের কথা যে যে স্থানে উক্ত হইয়াছে, তাহার বর্জ্জন কোন স্থানেই উক্ত হয় নাই, বরং সেই সেই স্থান আবার বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—

যজ্ঞ দানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাং। ৫।
এতান্যপিতু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ! নিশ্চিতন্তং মতমুত্তমম্। ৬।

যজ্ঞ, দান ও তপঃ কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে; তাহা কর্ত্তব্যই, যেহেতু

যজ্ঞ দান ও তপই মনীষিগণের পাবন। হে পার্থ! কিন্তু এই সব কর্ম্মও আসক্তি ও ফলত্যাগ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য বোধে অনুষ্ঠান করা উচিত। ইহাই আমার নিশ্চিত মত; এবং তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াও বলিতেছেন। এই কার্য্য করিলে নিশ্চয়ই প্রণবরূপী আমাকে পাইবে। সেই পূর্ণ প্রণবরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত সমর্পণ কর এবং তাহারই ভক্ত হও ও যজন কর এবং সর্ব্বতোভাবে নমস্কার কর, তাহা হইলে তাঁহাকে পাইবে। ৬৫।

শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবকে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন "আকাশাত্মা সমষ্টিরূপী আমাতে মন দ্বারা শব্দ ভাবনা করিয়া জীবগণ আকাশাভিব্যক্ত বাক্য সকল শ্রবণ করে এবং চক্ষুকে সূর্য্যে ও সূর্য্যকে চক্ষুতে যোজনা করিয়া তাহাতে মন দ্বারা আমাকে চিন্তা করিয়া দূর হইতে এই জগৎকে দর্শন করে। ইহার পূর্ব্বে গীতায় বলিয়াছেন—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ৬১ ॥

হে শুদ্ধসত্ব অর্জ্জুন! ঈশ্বর মায়ার দ্বারায় দেহ, যন্ত্রারূঢ় ভূতগণকে ভ্রমণ করাইয়া সর্ব্বভূতের হৃদ্দেশে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি হৃদয়ে অর্থাৎ মস্তকে অবস্থিত হইয়া প্রাণিনিচয়কে পরিচালিত করিতেছেন। কূর্ম্মশক্তি যেরূপ পঞ্চবিধ রূপে ক্রিয়া করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি আমাদের ভিতরে অবস্থিত হইয়া আমাদিগকে প্রধানতঃ পঞ্চবিধ ক্রিয়ায় চালিত করিতেছেন।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎ প্রসাদাৎপরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসিশাশ্বতম্।৬২।

হে ভারত! সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণ গ্রহণ কর, তাঁহারই প্রসাদে পরম শান্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে। এই

স্থলে সর্ব্বতোভাবের উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ; তম, রজ, সত্ব; এবং কায়, বাক্য ও মন এই ত্রিবিধ দ্বারা "সর্ব্বভাবে" বুঝিতে হইবে। এইরূপ ভাবে কার্য্য নিষ্পন্ন হইলে, তাহাই সর্ব্বাঙ্গীন বলিয়া জানিবে, তাহা না হইলে আংশিকভাবে কার্য্য হইতেছে বুঝিতে হইবে। তাহার দ্বারা পূর্ণ-ভাবে কার্য্য বা পূর্ণভাবে নিষ্ঠা হয় না। পূর্ণভাবে নিষ্ঠা ও কার্য্য না হইলেও পূর্ণভাবে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। এইরূপ বলিয়া সর্ব্বশেষে বলিতেছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।৬৬।

সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ওঁকার রূপী আমার শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না। এই ওঁকারই আদি ভাব ও সমগ্রভাব! পূর্ণ; জ্যোতিঃ স্বরূপ পরব্রহ্ম।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, কায় মন ও বাক্য সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রে ও সাধনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে! এই কায়, বাক্য ও মনের সহিত পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য্যের সম্বন্ধ। কায়ার সহিত পৃথিবীর, মনের সহিত চন্দ্রমার এবং বুদ্ধিতত্ত্বের সহিত সূর্য্যের বিশেষ সম্বন্ধ। এ তিন তত্ত্বের বিশুদ্ধিতার জন্য উক্ত তিন দেবতত্ত্বের শরণাগত হওয়া উচিত। তাহাদের সঙ্গবশতঃ দেহাদির বিশুদ্ধিতা লাভ হয়।

পৃথিবীর অপর নাম অগ্নি। "অগ্নিস্থানঃ পৃথিবী"। অগ্নিই পাবক। দেহাদি পবিত্র করিতে অগ্নিই একমাত্র সমর্থ।

অপাবনানি সর্ব্বানি বহ্নি সংসর্গতঃ কিল।
পাবনানি ভবন্ত্যেব ততোঽয়ং পাবকঃ স্মৃতঃ।

সকল অপবিত্র পদার্থ অগ্নি সংস্পর্শে পবিত্র হইয়া থাকে, সেই জন্য অগ্নিকে পাবক বলিয়া থাকে।

ভগবান রামচন্দ্রও বলিয়াছেন "তীর্থোদকং চ বহ্নিশ্চ নান্যতঃ শুদ্ধিমর্হতঃ"। তীর্থোদক এবং বহ্নি ব্যতীত অন্য বস্তু দ্বারা শুদ্ধি লাভ করা যায় না। পাবক, পবমান, ও শুচি এ সকলই অগ্নির নাম। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও লোকত্রয় ভেদে অগ্নির এই নামকরণ হইয়াছে।

স্থূল ভৌতিক অগ্নি মধ্যে অগ্নি দেবতাকে এবং তাঁহার অন্তরালে পরম দেবতাকে লইয়া অগ্নির ব্যবহার এবং স্তোত্র বেদে উক্ত হইয়াছে যথা—

ওঁ অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি
দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণ মেনো।
ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম।১৬।৪০ যজুর্বেদ

হে দিব্য প্রকাশ স্বরূপ করুণাময় জগদীশ্বর, আমরা, আপনার জন্য অধিকতর নম উক্তি প্রয়োগ করিতেছি। আপনি সমস্তই বিদিত আছেন; আমাদের হইতে কুটিলতা রূপ পাপাচরণ কে পৃথক করিয়া দিউন। আমাদিগকে বিজ্ঞান ধন জন্য ধর্ম্মানুকূল মার্গ দ্বারা সমস্ত প্রশস্ত জ্ঞানকে প্রাপ্ত করাইয়া দিউন।

এক্ষণে তত্ত্ব ভাবে, গীতা আলোচনা করিয়া ও তাহার প্রপূর্ত্তি স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত আলোড়ন করিয়া দেখিতে পাইতেছি, অগ্নি জ্যোতি এবং সূর্য্য জ্যোতি, অনন্ত এবং সান্ত ভাবে শ্রীকৃষ্ণ লীলায় ও উপদেশে বর্ণিত হইয়াছে। বেদের চিরন্তন সত্য যাহা তাহা, পৌরাণিক ভাষায় মাত্র বিবৃত হইয়াছে মাত্র, ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের শেষ একত্রিংশ অধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গারোহণ অধ্যায় দেখিলে এই বিষয়ের রহস্য উদ্‌ঘটিত হইবে।

এই অধ্যায়ের সংক্ষেপ কথা এই "এইরূপে নিজবংশ ধ্বংশ

হইলে শ্রীকৃষ্ণ অবশিষ্ট থাকিয়া বুঝিলেন যে পৃথিবীর ভার নাশ হইয়াছে। বলরাম তীরে উপবেশন করিয়া পরম পুরুষের চিন্তারূপ যোগ অবলম্বন করিয়া আত্মায় আত্মা যোজনা করিয়া মানবলীলা সংবরণ করিলেন। বলদেবের মহাপ্রস্থান দর্শন করিয়া ভগবান দেবকীনন্দন "অশ্বত্থতলে" গমন করিয়া দীপ্তিশালী শ্রীবৎস চিহ্নিত, সজল জলদ শ্যাম-তপ্ত কাঞ্চনকান্তি, পীত কৌষেয়ধারী—কিরীট কৌস্তুভশোভী—বনমালী বিভূষিত—চতুর্ভুজধারী রূপ ধারণ করিয়া উপবেশন করিলেন। **জরা** নামক ব্যাধ ভগবানের চরণে বাণ নিক্ষেপ করিল। তাঁহাকে চতুর্ভুজ দর্শন করিয়া ভয়ে কম্পান্বিত হইয়া কহিল "হে নারায়ণ! যাঁহার স্মরণেই অজ্ঞানান্ধকার নাশ হয় আমি সেই নারায়ণের অহিতাচরণ করিয়াছি"। ভগবান কহিলেন, "হে জরে! তোমার কোন ভয় নাই, উঠ আমার অভীপ্সিতই সম্পাদন করিয়াছ।··· তখন ভগবান্ গোবিন্দ ব্রহ্মাকে ও নিজ বিভূতি দেবগণকে দর্শন পূর্ব্বক আপনাতে আপনাকে যোজনা করিলেন, নয়নযুগল নিমীলিত করিলেন, লোক সকল যথায় অবস্থান করে এবং যাহা ধ্যানের ও সাধনের বিষয় সেই নিজ শরীরকে অগ্নিময়ী যোগ ধারণা দ্বারা দগ্ধ না করিয়াই নিজ ধামে প্রবেশ করিলেন···মেঘমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া গমনশী বিদ্যুতের গতি যেমন কেহ দেখিতে পায় না, তেমনি ভগবানে নিজ ধামে প্রবেশ কেহ দেখিতে পাইল না।"

"ইহার অর্থ ব্যাখ্যা করিলে আমরা দেখিতে পাই, তিনি অশ্ব বৃক্ষে উপবেশন করিয়াছিলেন, এই অশ্বত্থ বৃক্ষের উল্লেখ করিয়া ভাগবত রচয়িতা এক চিরন্তন সত্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন।

বেদে অনন্ত জ্যোতিকে বন এবং বৃক্ষরূপে বর্ণিত হইয়াছে

"কিস্মিদ্বনং কউ স বৃক্ষ আস,

যতো দ্যাবা পৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ। যজুর্ব্বেদ ১৭। ২০।

সেই বনই বা কি? এবং সেই বৃক্ষই বা কি? যাহা হইতে দ্যাবা পৃথিবী বা পৃথিবী ও দ্যুলোক বিনির্মিত হইয়াছে।

ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্ শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রস্তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিল্লোকাশ্রিতাঃ সর্ব্বে তদুনাত্যেতি কশ্চন।"

এই সংসাররূপ সনাতন অশ্বত্থ বৃক্ষ। ইহার মূল উর্দ্ধে, শাখা নিম্নে সেই মূল ব্রহ্ম শুদ্ধ জ্যোতিঃস্বরূপ তাঁহাকে অর্থাৎ জ্যোতিকে আশ্রয় করিয়া লোক সকল রহিয়াছে। গীতাতেও আছে।

এইরূপে ভাগবতে যে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে অনন্ত জ্যোতি সূর্য্যনারায়ণের যে তাহা সম্পূর্ণ বর্ণনা তাহা উপাখ্যান অংশ বিচার করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

এই জন্য তত্ত্বজ্ঞগণ ভাগবতকে "গীতা প্রপূর্ত্তি" আখ্যা দিয়াছেন। গীতার বস্তুতত্ব সম্বন্ধে যে সকল বিষয় অস্ফুট ও অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে ভাগবতে তাহা বিশদ ও বিস্তৃতভাবে এবং সকলভাবের সম্যক পরিস্ফুটরূপে বিবৃত হইয়াছে। বৈষ্ণবগণ এইজন্য গীতাভাগবত একসঙ্গে উচ্চারণ করিয়া থাকেন। গীতাকে ভগবানের বাক্য এবং ভাগবতকে শ্রীকৃষ্ণের দেহরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এমন কি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিই ভাগবত ইহা ভাগবতে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। যথা, "কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মঃকং শরণং গতঃ"। ইহার উত্তরে "পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ" বলেন।

শ্রীকৃষ্ণ স্ব ধামে গমন করিলে ধর্ম্ম কাহার শরণ গ্রহণ করিলেন তৃতীয় স্কন্ধে পুনরায় বলেন "কৃষ্ণ দ্যুমণি (আকাশমণি) নিম্লোচে" শ্রীকৃষ্ণ রূপ সূর্য্য অস্ত গমন করিলে এই পুরাণ রূপ সূর্য্য অধুনা উদিত হইলেন।

একাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব পৌরাণিক ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এখানে বৈদিক সত্যের প্রায় সমস্ত তত্ত্ব পাওয়া যায় "সূর্য্যো অক্ষিণী" "মনশ্চন্দ্রো" "এক এব ... যদাত্মা সূর্য্য আত্মাদিরুদ্ধরিঃ। সর্ব্ববেদ ক্রিয়া মূল মুনিভি... রুদিতঃ।" সূর্য্যই বিরাটের চক্ষু স্থানীয়, মনই চন্দ্রমা, আত্মা ... লোক সকলের আত্মা স্থানীয় জগৎ কর্ত্তা ভগবান্ সূর্য্য ... হইয়াও লোকগণের বেদোক্ত ক্রিয়া কলাপের মূল।

মণ্ডলং দেব যজনং দীক্ষা সংস্কারাত্মনঃ।
পরিচর্য্যা ভগবতো আত্মনো দুরিতক্ষয়ঃ।১৭।

সূর্য্যমণ্ডল দেব যজনের স্থান এবং দীক্ষা সংস্কার আত্মার পূজার স্থান, আর সূর্য্য মণ্ডলস্থ ভগবানের সেবাই নিজের পাপ ক্ষালন জানিবে।

শুক্ল যজুর্বেদ প্রকাশ জন্য যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্যদেবের নিকট যে স্তব করিয়াছেন! তাহাতেই বেদ কি? তাহার রহস্য জানিতে পারা যায়। ভাগবতের ইহাই গুহ্যতম কথা "হে ভগবান্ আদিত্য আপনাকে নমস্কার! আপনি একাকীই, আত্মা রূপে ও কাল রূপে চরাচর ব্রহ্মাণ্ডবাসী চতুর্ব্বিধ প্রাণী সকলের নিবাসভূত জগতের ভিতরে ও বাহিরে আশ্রয়াচ্ছাদিত হইয়া বিচরণ করিতেছেন। হে দেব শ্রেষ্ঠ! হে ত্রিসন্ধ্যা বেদবিধি স্তবকারী, ভক্তগণের সুখ দুঃখ রূপ বীজ বিনাশক "হে সবিতঃ! আপনার এই মণ্ডল, যে তাপ দান করিতেছে, আমি অভিমুখবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে চিন্তা করি। আপনি এই জগতের অন্তর্যামী হইয়া আশ্রয়ীভূত প্রজাদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতেছেন"। ইহার মর্ম্ম এই। যিনি সূর্য্য নারায়ণ তিনিই সমগ্র শ্রীকৃষ্ণ ... শান্ত ও অনন্ত এবং তিনিই সকল জ্ঞানের ভাণ্ডার বেদ।

ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ।

ধর্ম্ম সমন্বয় সঙ্ঘ।

প্রধান ২ ধর্ম্মের মধ্যে একই সত্য নিহিত আছে, এবং সেই সত্য উদ্‌ঘাটন করিলে, ঐ সকল ধর্ম্মের মধ্যে যে প্রকৃত সমন্বয় রহিয়াছে তাহা সমন্বয় সঙ্ঘের পুস্তকাবলীর মধ্যে দেখান হইয়াছে। এরূপ সর্ব্বাঙ্গীন সহজ সমন্বয় বর্ত্তমানে আর নাই। সকলে সমন্বয় সঙ্ঘের সভ্য হইতে পারেন। সমন্বয় সঙ্ঘ হইতে নিম্নলিখিত পুস্তক গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

ধর্ম্ম সমন্বয় সঙ্ঘ।

১। সবিতা। ২৲

২। জ্ঞান কথা; ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও শ্রীকৃষ্ণ। ৵৹

৩। ধর্ম্ম সমন্বয় প্রথম ভাগ (বেদত্রয় হইতে সংগ্রহ।)

৪। ধর্ম্ম সমন্বয় দ্বিতীয় ভাগ (দর্শন শাস্ত্র)

৫। ধর্ম্ম সমন্বয় তৃতীয় ভাগ (পুরাণাদি)

৬। ধর্ম্ম সমন্বয় চতুর্থ ভাগ (পন্থী ও বিভিন্ন সম্প্রদায়)

৭। শাস্ত্র, ধর্ম্ম, ও ইষ্টদেবতা।

৮। God in the universities.

সূর্য্যনারায়ণ তত্ত্ব,

আর্য্যধর্ম্ম।

৯। Mandukyopanishat

১০ সংক্ষিপ্ত আর্য্যমত প্রকাশ।

১১। বৈদিক নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি।

১২। সংক্ষিপ্ত আর্যধর্ম্ম (হিন্দি)।

১৩। শ্রীশ্রীভাগবত সার